তারিখ 29 NOV 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল পাকশীতে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসম্মেলনে ভাষণ দেন

বাংলাদেশকে সুশিক্ষিত জাতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিন : প্রেসিডেন্ট

পাকশী, ২৮ নভেম্বর (বাসস)।— প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি সুশিক্ষিত জাতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে শিক্ষকদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে নতুন করে অঙ্গীকার গ্রহণের আহবান জানান।

প্রেসিডেন্ট আজ বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির (বিপিটিএ) বিশাল মহা-সম্মেলনে ভাষণে বলেন, জাতিকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষকদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নসহ প্রাথমিক শিক্ষকদের কল্যাণে কতিপয় পদক্ষেপ ঘোষণা করেন। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে— প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্যে একটি সমন্বিত বেতন স্কেলের আহবান নীতিগতভাবে গ্রহণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি, গ্রাজুয়েট প্রাথমিক শিক্ষকদের নেয়া বর্ধিত বেতনের কর্তন বন্ধ এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্যে হাসপাতাল ও কক্সবাজারে বিনোদন কেন্দ্রের জন্যে জমি বরাদ্দের আশ্বাস দান। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ফাণ্ডে তাদের চাঁদার পরিমাণ ২ টাকা থেকে ১০ টাকায় বৃদ্ধির জন্যে সরকার পদক্ষেপ নেবে। এটা প্রাথমিক শিক্ষকদের সর্বসম্মত আকাঙ্ক্ষা ছিলো।

পদ্মা নদীর তীরে হার্ডিঞ্জ সেতুর পাদদেশে এই মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ থেকে প্রায় দেড় লাখ প্রাথমিক শিক্ষক এতে যোগদান করেন। প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে তারা প্রেসিডেন্টের ভাষণ শোনেন।

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

তারিখ 29 NOV 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

দৈনিক ইনকিলাব

প্রেসিডেন্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপেক্ষা করে বিশাল সমাবেশে উপস্থিত হলে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা বিপুল করতালি ও স্বাগত শ্লোগান দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এটা শিক্ষকদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ।

গত দু'দিন ধরে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষকদের সমাবেশ শুরু হয় এই ছোট্ট শহরতলীতে। আজ সকালে তা মানুষের সমুদ্রে পরিণত হয়। প্রেসিডেন্ট মঞ্চে আরোহণ করলে লাখো কণ্ঠের শ্লোগান ও করতালিতে এক ভিন্ন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সম্মেলনে উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, বিপিটিএ'র সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ এবং বিপিটিএ'র সাধারণ সম্পাদক কাজী এ, কে, ফজলুল হকও বক্তৃতা করেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, সরকারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষিতের হার এখনো ২০ থেকে ৩০ শতাংশে রয়েছে। তিনি শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির জন্যে শিক্ষকদের পরামর্শ চান যাতে দেশ একটি গর্বিত জাতিতে পরিণত হতে পারে। তিনি বলেন, আমরা বিশ্বে এটা প্রমাণ করতে চাই যে, আমরা দরিদ্র হতে পারি তবে আমরা অশিক্ষিত নই।

শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলার কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, এর জন্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ দায়ী নয়। তিনি বলেন, তবে পল্লীর জনগণের বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষকরা শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলার বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

তিনি বলেন, দেশের জনগণ শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলা বা নকল কোনটাই চায় না। তাদের সন্তানরা রাজনীতিতে লিপ্ত— এটা তারা দেখতে চায় না। সমাজে তাদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তারা তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করতে চায়।

প্রেসিডেন্ট দেশে উপর্যুপরি বন্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা আর বন্যা চাই না, আমরা বাঁচতে চাই। তিনি বলেন, একই সময়ে বাংলাদেশ গঙ্গা নদীর পানির ওপর তার ন্যায্য হিস্যা চায়। তিনি এ অঞ্চলের দেশসমূহকে, বাংলাদেশের পানির ন্যায্য হিস্যা প্রদান এবং বন্যা সমস্যার সমাধানে প্রচেষ্টা চালানোর আহবান জানান।

তিনি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানিয়ে বলেন, ১০ কোটি লোক যদি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালায় তা হলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর বিদেশী সফরের কথা উল্লেখ করে বলেন, মারাত্মক বন্যায় উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদের নিরলস কঠোর প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা দেখে বিশ্ব বিবেক সাড়া দিয়েছে। এর ফলে আমাদের এই সমস্যা সমাধানে বিশ্বের প্রতিটি দেশ হয় সহায়তা দান অথবা নৈতিক সমর্থন দানে এগিয়ে এসেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে করুণা চায় না। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়।

তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষা একটি রাজনৈতিক শ্লোগান নয়। বরং এটা একটি দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে, এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে সেখানে টাঙ্গানো একটি ব্যানারের উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, এ ব্যাপারে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে তার সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, শিক্ষকদের সমস্যা সম্পর্কে তিনি সচেতন, সে কারণে সমাজে তাদেরকে যথাযথ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সব ধরনের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গোয়ালন্দের একজন প্রাথমিক শিক্ষক আহসানউল্লাহ চৌধুরীর পরিবারের জন্যে দুই লাখ টাকা মঞ্জুরী ঘোষণা করেন। জনাব চৌধুরী সম্মেলনে যোগদানের জন্যে পাকশি আসার পথে গতকাল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

কাজী জাফর আহমদ

সম্মেলনে বক্তৃতায় উপ-প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, বিগত সরকারসমূহের নেতিবাচক রাজনীতি প্রেসিডেন্ট এরশাদের নেতৃত্বে পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে উন্নয়ন ও উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের নীতিসমূহ ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষা নিশ্চিত করবে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে শিশু-কিশোরদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা।

অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদ

বিপিটিএ'র সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদের সময়ে শিক্ষাখাতসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে তা এদেশের ইতিহাসে বিরল। তিনি বলেন, আমরা এখন একজন বলিষ্ঠ নেতা পেয়েছি যিনি বন্যাসহ আমাদের সমস্যাসমূহ সমাধান করতে সক্ষম।

এর আগে প্রেসিডেন্ট সম্মেলন স্থলে জাতীয় ও বিপিটিএ'র পতাকা উত্তোলন করেন।